মুসলিম নারীর ভাষা: শব্দার্থতত্ত্ব ও অধিভাষার জগৎ

পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত খসড়া

গবেষক

হাসনুহেনা

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং – AOOBE1401116

তত্ত্বাবধায়ক

ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী

(প্রাক্তন অধ্যাপক)

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা-৭০০০৩২

২০২১

ভূমিকা

আমাদের গবেষণা সন্দর্ভ শব্দার্থতত্ত্ব নির্ভর। শব্দের আভিধানিক অর্থ ছাড়িয়ে পরিস্থিতি পরিবেশ ও মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয় যেভাবে শব্দের অর্থকে গ্রহণ করে এবং নির্মাণ করে তা শব্দার্থতত্ত্বের এলাকা।

আমরা এখানে বাঙালি মুসলিম নারীদের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করে তাদের মুখের ভাষা থেকে তাদের শব্দার্থতত্ত্বের এবং অধিভাষার জগতে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি। উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে সর্বাধিক মুসলিম জনসংখ্যা থাকায় এই চারটি জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে ক্ষেত্রসমীক্ষা করার জন্য। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে গবেষণাটিকে ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায় – গবেষণার তত্ত্বগত ভিত্তি

মানুষের ভাষা মানুষের মনের ভাবনা চিন্তার বাহক। চমস্কি তাই ভাষাকে 'instrument' বলবেন। প্রতিটি একক ব্যক্তি মানুষের চিন্তা, মনন, অনুভূতির স্বতন্ত্র জগতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বাক্যের উদ্ভব ঘটে থাকে যা ভাষার নিজস্ব নিয়ম কানুন মেনে তৈরি হয়েও স্বাধীন এবং অনন্য। আমরা একটু ভেবে দেখলে বুঝব, বিভিন্ন ব্যক্তির বলা একই বাক্য বা একই শব্দও সবসময় তাদের নিজেদের কাছে বা শ্রোতার কাছে ঠিক একই অর্থ প্রকাশ করে না। সেই বাক্য বা শব্দের কনটেক্সট ছাড়া শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থ তাদের সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করতে অসমর্থ। কনটেক্সটের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে বক্তার নিজস্ব মানস জগৎও। ভাষাবিজ্ঞান সহজভাবে বললে মানুষের মনস্তত্ত্বেরই একটি অংশ। ভাষাবিজ্ঞানে মানুষের মানসিক সক্ষমতাকে কীভাবে ভাষায় প্রকাশ করা হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়।

ভাষার অর্থ তাই বক্তার মনস্তাত্ত্বিক সফর ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বক্তা, কনটেক্সট এবং তার সময়ও পরিবর্তনশীল। কোনো ভাষার অর্থের বিভিন্ন সূচককে আমরা Model of world and time ($M_{w,t}$) এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি। স্থান এবং সময় শব্দের অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন স্থান কালে অর্থের ব্যঞ্জনা পালটে যায়। রূপকথার জগৎ, সিনেমা-সাহিত্যের জগৎ, কবিতার জগৎ বা আমাদের দৈনন্দিন যাপনে সব শব্দ বাক্য বাচন একই অর্থ বয়ে আনে না। আবার আমাদের এই বাস্তব জগৎ – সেখানে আমাদের স্বতন্ত্র পরিচিতির বিভিন্ন কৌণিক বিন্দুতে আমাদের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান তাও আমাদের মানসিক জগতকে নির্মাণ করে। এই মহাবিশ্বে আমাদের প্রত্যেকের একটি স্বতন্ত্র ও অনন্য আইডেন্টিটি আছে। আর তা আমাদের সামাজিক বিভিন্ন অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশের সমন্বয়ের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। আলাদা আলাদা পরিচিতি বিন্দুর যে বৃত্তে আমরা যারা একসঙ্গে জোটবদ্ধভাবে অবস্থান করি তাদের মানসজগতের মধ্যে সেই বৃত্ত অনুসারে আবার অমিলের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মিলও পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানেও World এবং Time গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই world and time এর sense, Extension, Intension Denotation এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়ে যায় অধিভাষাতে। যা সামগ্রিকভাবে এই Model of world and Time কে ব্যাখ্যা করে শব্দার্থকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

ভাষা আমাদের মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম। আমাদের ভাবনা চিন্তার বা যে কোন বিষয়বস্তুর Expression বা প্রকাশ ঘটে যে ভাষার মাধ্যমে তাকে Expression of object language বা E_o বলে। এই ভাষা আমরা আমাদের স্বাভাবিক বা Natural language এর মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি। এই E_o কেই শ্রোতা মস্তিষ্কে অনুবাদ করে থাকে – E_m বা Expression of meta language এ। অনেকসময়, বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে কালগত ও স্থানগত (সাংস্কৃতিক, সামাজিক ধর্মীয়, আনুষ্ঠানিক, শিক্ষাগত যোগ্যতার বা সামাজিক যে কোনো বিষয়ের স্তরভেদ) পার্থক্য থাকলে শ্রোতা বক্তার object language এর যথাযথ ব্যঞ্জনা অনুধাবন করতে পারে না। বক্তার World এবং Time এর সঙ্গে শ্রোতার পরিচয় না থাকলে তা ঘটতে পারে।

আমরা এই গবেষণা সন্দর্ভে মুসলিম মেয়েদের কথা থেকে (object language) তাদের অধিভাষার জগতে (metalanguage) পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় - ভাষা পারঙ্গমতাবোধ ও নারীর ভাষা নির্মাণ

ধর্ম ও সমাজ একসঙ্গে নারী পুরুষকে সামজিকভাবে নির্মাণ করে থাকে। প্রাকৃতিক যে ভিন্নতা নিয়ে, আরো নির্দিষ্টভাবে বললে দৈহিক গঠনের যে ভিন্নতা নিয়ে নারী পুরুষ জন্মায় সেই ভিন্নতা কিছু ক্ষেত্রে নারী পুরুষকে আলাদা শ্রেণিভুক্ত করে। কিছু হরমোনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দৈহিক, বাহ্যিক কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে।

কিন্তু পিতৃতন্ত্রের যেহেতু কোনো লিঙ্গ নেই, তাই কোনো বিশেষ লিঙ্গের মানুষের প্রতি পক্ষপাত করলেও বা শুরুতে কোনোভাবে কোনো বিশেষ লিঙ্গের দ্বারা নির্মিত হতে শুরু করলেও তা সমস্ত শ্রেণির সমস্ত লিঙ্গের মানুষের দ্বারাই কম বেশি পরিপুষ্ট হতে থাকে। নারী পুরুষ উভয়ের ভাষাতেই আমরা এর প্রভাব পাব। তাদের কথা বলার বিষয়ও পালটে যায় এর সঙ্গে সঙ্গে।

তৃতীয় অধ্যায় - মুসলিম নারীর অধিভাষা নির্মাণে ধর্মের প্রভাব

এই অধ্যায়ে ধর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত মুসলিম মেয়েদের অধিভাষার জগতকে পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে। মুসলিম মেয়েদের চিন্তাজগতের মধ্যে যেসব ক্ষেত্রগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেগুলি হল –

- ঘর – গৃহস্থালি
- মেয়েদের একান্ত নিজস্ব জগৎ
- বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ
- বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক এবং অনুভূতির জগৎ

তবে মুসলিম মেয়েদের এই জগৎ স্থির অনড় নয়। কিন্তু যেকোনো একটি সময়কে কোনো ভাষার আধাররূপে আমরা যদি ধরতে যাই দেখব, সেখানে আসলে থাকে অনেকগুলো সময়ের সমাহার। আমাদের এই সন্দর্ভে object language হিসেবে নেওয়া হয়েছে মুসলিম মেয়েদের ভাষাকে। আমরা এখানে আলোচনার শুরুতেই বুঝতে পারছি, দুটি মূল সূচক দিয়ে আমরা আমাদের উপভাষাগোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছি।

এক – লিঙ্গগত সূচক – নারী

দুই – ধর্মগত সূচক – ইসলাম

অর্থাৎ, আমরা ধরে নিচ্ছি প্রাথমিকভাবে যে, লিঙ্গগত পরিচয় যা সামাজিকভাবে নির্মাণ হয় এবং ধর্মীয় পরিচয় ভাষাকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে মুসলিম মেয়েদের একটি আলাদা শব্দার্থতত্ত্বের এবং অধিভাষার জগৎ তৈরি হয়।

ধর্মীয় যেসব কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিষেধ

- জানাজা

মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজন পরিচিত অর্ধ-পরিচিত সবাই এক জায়গায় একত্রে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা বা দোয়া করে। এই বিশেষ প্রার্থনাকে জানাজা বলা হয়। কিন্তু $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম মেয়েদের চিন্তাজগৎ হলে ‘জানাজা’ এই শব্দটির অধিভাষাতে তাদের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞাটা খুব স্বাভাবিক হয়ে ধরা থাকবে। কারণ ইসলামে মেয়েরা এইভাবে প্রকাশ্যে জানাজায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে এই শব্দের meta language এ পুরুষেরা নিজেদেরকে যেরকম সক্রিয় ভূমিকায় কল্পনা করতে পারে মেয়েদের অধিভাষা বা meta language এ তা নয়। এই ঘটনা একটি পুরুষদের দ্বারা পালিত আচার তাদের কাছে। ফলে এক্ষেত্রেও আমরা

দেখছি একজন নারী আর পুরুষের 'জানাজা' শব্দের অধিভাষা মুসলিম মেয়েদের জন্য পৃথক হয়ে পড়ছে।

- কবর জিয়ারত

কবর জিয়ারত শরিয়তে মেয়েরা করতে পারবে কি না সেই বিষয়ে খানিক বিভ্রান্তি ও বিতর্ক থাকলেও বাঙালি মুসলিম সমাজে মেয়েরা কবর জিয়ারত করতে পারে না – এমন মতই বেশি প্রচলিত ও পালিত হতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখব, পুরুষরাই কবর জিয়ারত করে থাকে।

$M_{w,t}$ তে w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্জগৎ হলে কবর জিয়ারত হল প্রিয়জনের কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করা। কিন্তু মেয়েদের জন্য এই কাজ নয়। ছেলেদের অন্তর্জগতে স্বাভাবিকভাবেই এই শব্দের অধিভাষা পৃথক দ্যোতনা বয়ে আনে। মেয়েরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। ফলে এই শব্দের অধিভাষা বা metalangugae এ মেয়েরা নিজেদের জন্য নিষেধসূচক এক আচার হিসেবে দেখে যা ছেলেরা করে থাকে।

- মাটি দেওয়া

মাটি দেওয়া – 'মাটি' ও 'দেওয়া' এই দুটি শব্দের আভিধানিক অর্থ পেরিয়ে শব্দ দুটি একসঙ্গে একটি পৃথক অর্থ ও অধিভাষা তৈরি করে যদি, $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হয়। এই কথাটিকে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের object language হিসেবে গ্রহণ করে এর metalanguage এর দিকে অভিনিবেশ করলে আমরা দেখতে পাব, শব্দ দুটির সাধারণ অর্থ পেরিয়ে একটি বিশেষ অর্থ নির্দেশ করছে। এটিকে রূপক শব্দের আওতায় আমরা ফেলতে পারি। কবর দেওয়াকে মাটি দেওয়া বলা হয়। এই অধিভাষাটি মুসলিম নারী পুরুষ উভয়েই ধারণ করলেও মেয়েরা এই মাটি দেওয়া মাটি কাটাতে অংশগ্রহণ করতে পারেনা। এই ক্রিয়ার সঙ্গেও

মেয়েরা নিজেদের সংযুক্ত করতে পারে না। ফলে এই প্রক্রিয়ার বাইরে থাকে মেয়েরা। তাই w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্জগৎ হলে, এই শব্দের অধিভাষা মুসলিম ছেলেদের থেকে খানিক আলাদা হয়ে যাবে।

শুধু মেয়েরা ব্যবহার করে এমন শব্দ

- ভাত খেল না

মুর্শিদাবাদে এই কথাটি মেয়েদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। ছেলেরা তুলনায় অনেক কম ব্যবহার করে। এটিকে রূপক বা সাংকেতিক শব্দ বলা যেতে পারে। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ থেকে $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্জগৎ হলে এই শব্দটির অধিভাষা সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রতিভাত হবে।

ভাত খাওয়া বা ভরণ পোষণের দায়িত্ব আমরা জানি যে, পুরুষই নিয়ে থাকে আমাদের সমাজে। আর ইসলামও অর্থনৈতিক দায়ভার পুরুষদের উপরই চাপিয়েছে। স্বামীর ভাত বা স্বামীর রোজগার করা ভাত খায় তার স্ত্রীরা। যদি তাদের মধ্যে তালাক বা ডিভোর্স হয় তাহলে সেই বিচ্ছেদের পর এই দায়ভার পুরুষের আর থাকে না। তখন এই তালাক বা ডিভোর্সকে মেয়েরা 'ভাত খেল না' বলে বুঝিয়ে থাকে। অর্থাৎ মুসলিম মেয়েদের (মুর্শিদাবাদের) অধিভাষাতে এই শব্দটি একটি সামাজিক অবস্থা, বিবাহ বিচ্ছেদকে বুঝিয়ে থাকে। এটা কোন ধর্মীয় অনুষঙ্গ ব্যতিরেকে মুসলিম মেয়েদের নিজস্ব ভাষা কোড বলা যেতে পারে। একেবারে অন্য এক meta language এর দিকে এটি দিক নির্দেশ করে থাকে।

- সিকসিকেন্দে

এই শব্দটি উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম মেয়েরা বহুলভাবে ব্যবহার করে থাকে। এর অর্থ যার বেশি বাছ বিচার আছে। এই শব্দটির উৎস শব্দ আজ নির্ণয় করা দুরূহ। কোন মূল শব্দের এটি

অপভ্রংশ রূপ তা জানা যায়নি। তবে এই শব্দটি উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম মেয়েরা ব্যবহার করে যে খাবার দাবার সাজগোজ বা ঘর গোছানো ইত্যাদি কাজে বাছ বিচার করে থাকে তাদের বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ এই শব্দের meta language এ এইসমস্ত দিকগুলি উঠে আসছে। তবে এই শব্দ গ্রামের বৃদ্ধা মেয়েরা বেশি ব্যবহার করে থাকেন। আস্তে আস্তে শব্দটি নবীনাদের মধ্যে থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আদর্শ ভাষা বলার প্রবণতা থেকে। ফলে $M_{w,t}$ তে অর্থাৎ যেমন W world এ উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম মেয়েদের দিয়ে প্রতিস্থাপিত হলে এই অধিভাষা এই শব্দের জন্য পাওয়া যাবে না। আবার t অর্থাৎ সময় পরিবর্তিত হলেও আমরা দেখব, এই শব্দটি মালদা মুর্শিদাবাদের নবীন প্রজন্মের মেয়েরা জানলেও তাদের কথা থেকে ক্রমশ পিছু হঠতে শুরু করেছে।

- গা ছটফট ছটফট করছে

এখানে এই পদবন্ধে একটি শারীরিক অবস্থার কথা বলা হলেও আমরা যখন এই পদবন্ধের অধিভাষা নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব, খেয়াল করব এর অর্থে এর meta language এ কোন শারীরিক অসুস্থতা বা অস্বস্তির কথা নেই যা আমাদের প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। $M_{w,t}$ তে w = উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম মেয়েদের অন্তর্জগৎ হলে এই শব্দটির ব্যবহার একেবারে তাদের নিজস্ব।

কোন জায়গায় বা কোন কাজে আটকে পড়ে যদি অন্য কোনো কাজ কোনো বিষয় কোনো ক্রিয়া তার সেই সময়ে করা উচিৎ ছিল তা করতে দেরি হয়ে যায়, তবে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই জেলার মুসলিম মেয়েরা এই পদবন্ধটি ব্যবহার করে। এই শব্দটির ক্ষেত্রেও আমরা দেখব যে, একেবারে ভিন্ন একটি অধিভাষার জগতের সন্ধান দিচ্ছে পদটি। একেও আমরা রূপক শব্দ বলতে পারি যা মুসলিম মেয়েরা ব্যবহার করছে। ছেলেদের মধ্যে এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়নি। তবে এই পদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখব, কম বয়সী মেয়েরা এই পদটিকে এই বিশেষ

অর্থে আর তেমন ব্যবহার করছে না। অর্থাৎ Model of world and time এর নির্দিষ্ট ফ্রেমেই এই অধিভাষা প্রযোজ্য হচ্ছে। অন্য স্থান বা W তে যেমন এর ব্যবহার নেই তেমনি t পরিবর্তিত হলেও এর ব্যবহার সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

সরাত - সুরাত শব্দ থেকে সরাত শব্দটি এসে থাকতে পারে। কিন্তু সরাত শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেটা ঠিক সুরাত শব্দের সমার্থক নয়।

‘সরাতের জোর নেই, এখন আর পারি না কাজ করতে’

শারীরিক সামর্থ্যকে সরাত বলা হচ্ছে। শারীরিক সামর্থ্য এখানে মেয়েরা যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করে ছেলেদের জন্য সেইসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। রোজগার করার ক্ষমতার সঙ্গে ছেলেদের সরাত বা সামর্থ্য বিচার্য হয় অন্যদিকে গৃহশ্রম ও ঘর কন্যার বিষয়ে মেয়েদের সরাত কথাটি চালু আছে। $M_{w,t}$ তে E_o তে ‘সরাত’ শব্দের E_m তে মেয়েদের জন্য অধিভাষা হবে গৃহকর্মের সঙ্গে যুক্ত পরিশ্রম বা সামর্থ্যকে বুঝবে। অন্যদিকে, ছেলেদের ‘সরাত’ শব্দের অধিভাষাতে গৃহকর্মের সঙ্গে যুক্ত পরিশ্রমের ধারণা যুক্ত থাকে না। আবার সময়ের দিক থেকে দেখলে দেখব, এই শব্দটিও এখন প্রায় বিলুপ্তির দিকে। কিন্তু প্রাচীনারা এখনো এই শব্দটি নিত্য দিনের কথায় ব্যবহার করে থাকে।

সতর – আরবি ‘আস সাতরু’ ধাতুমূল থেকে ‘সতর’ শব্দটি এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হল ‘ঢেকে রাখা’। শরীরের যেসব অঙ্গ লজ্জার কারণে ঢেকে রাখা হয় তাকে সতর বলা হয়ে থাকে। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং নারীদের চেহারা ও হাত-পায়ের তালু ব্যতীত সর্বাঙ্গকে সতর বা আউরাত বা আচ্ছাদনীয় অঙ্গ বলা হয়। সতর ঢাকার বিধান : আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের ওপর যে বিধানটি সর্বপ্রথম ফরজ হয় সেটি হচ্ছে সতর ঢাকা। কোনো মানুষ শৈশব পেরলে এই বিধানটি তার ওপর আরোপিত হয়।

সতর শব্দটির ব্যবহার $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে এই শব্দটির ব্যবহার আছে। মুসলিম পরিবার ছাড়া অন্য কোথাও এটা ব্যবহৃত হয় না। সতর শব্দটি এখানে object language হলে এর মুসলিম মেয়েদের metalanguage এ সতর শব্দটির সঙ্গে ইসলামের নির্দিষ্ট অনুশাসন যুক্ত আছে। এবং ছেলে ও মেয়েদের জন্য সতর শব্দটি আলাদা দ্যোতনা আনে। কারণ ছেলে ও মেয়ের ক্ষেত্রে সতর আলাদা হয়।

নফস – এটি একটি আরবি শব্দ। এর আক্ষরিক অর্থ হল সত্ত্বা। 'মন' বা অহংবোধ অর্থে নফস শব্দটিকে ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই শব্দটি জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত নয়। তবে হাফেজ সাহেব বা মৌলবী বা ধর্ম বা ধর্মীয় পুস্তকের সঙ্গে যারা গভীরভাবে যুক্ত তারা অনেকেই নফস শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। অনেক মেয়েদের মধ্যেও আমরা এর ব্যবহার পাব। $M_{w,t}$ এর এই ফ্রেমে W= প্রবীণা মুসলিম মেয়েদের মনোজগৎ হলে 'নফস' শব্দটির অধিভাষাতে আমরা 'মন' বা অহংবোধের ধারণা পাব।

অন্যদিকে w = সুফি বা শিয়াদের চিন্তাজগতে 'নফস' শব্দের ভিন্ন আর একটি ব্যাপ্তি বা এক্সটেনশন আছে। 'নফস' এখানে মনুষ্য চরিত্রের অপরিশোধিত জৈবিক প্রবৃত্তি বা রিপু; যাকে সুফিরা নফস বলে থাকে। নারী পুরুষ উভয়েরই নফসের অধিভাষায় রিপুর ধারণা ধরা পড়ে। তবে সব বাঙালি মুসলিমরা এই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নয়।

w = হিন্দু বাঙালি সমাজ হলে, 'নফস' কথাটি খুব একটা পরিচিত নয়। তাই তাদের এই শব্দের অধিভাষা মুসলিমদের অধিভাষার মতো হবে না।

রোজা

ইসলামে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ আছে। তার মধ্যে রোজা একটি। ইসলামিক ক্যালেন্ডারের রমজান মাসে রোজা রাখতে হয় প্রতিদিন। অর্থাৎ এখানে $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে

রোজা শুধুমাত্র উপবাস মাত্রই নয়। শরিয়ত নির্দিষ্ট আবশ্যিক কাজের মধ্যে একটি কাজ যা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মুসলিমকে পালন করতে হয়। এক মাস রোজা শেষের পরই আসে ইসলাম ধর্মের সবথেকে বড়ো উৎসব ইদ। এই এক মাস ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সংযমের মাস। কারোর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি মনোমালিন্য এসময় রাখা যায় না। মিথ্যে কথা বলা যায় না। পাপাচার কামাচার এবং নেশাদ্রব্যের ব্যবহারে রোজা হয় না। অর্থাৎ রোজা ইসলামে শুধুমাত্র উপবাস নয়। সমস্ত লোভ এবং রিপু থেকে নিজেকে সংযত করে রাখার অভ্যাস। 'রোজা' শব্দের metalanguage ইসলাম নির্দেশিত এই সমস্ত ধারণা ও সংযমের অভ্যাসকে ধরে রাখে। অন্য ধর্ম সমপ্রদায়ের মানুষেরা এই আচার সম্পর্কে জানলেও তাদের নিজেদের জীবনে তা কোন গুরুত্ব বয়ে আনেনা। ফলে এটা তাদের suggestive world কে নির্দেশ করে। আর মেয়েরা ঋতু চলাকালীন রোজা রাখতে পারেনা। অনেকে পরে সেই রোজাগুলো করে দেয়। ফলে মুসলিম মেয়েদের 'রোজা' শব্দের metalanguage এ তাদের ঋতু চলা বা না চলার বিষয়টিও আলাদা করে যুক্ত থাকছে যা মুসলিম ছেলেদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব না।

এরকম বহু শব্দ, পদ বা কোনো বিষয়ের ধারণাকে কেন্দ্র করে মুসলিম মেয়েদের অধিভাষার জগতকে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় নারীর মনোজগৎ ও উপসর্গ ব্যবহার বৈশিষ্ট্য

জন্মসূত্রে বাঙালি হলেও হিন্দু এবং মুসলমান নারীর মধ্যে ধর্ম একটি পৃথক মানসিক স্তর নির্মাণ করে। সেই দিক থেকে ভাষা ব্যবহারে কেবল শব্দ নয় অব্যয় এবং শব্দের অংশ ইংরেজিতে যাকে clitic বলে চিহ্নিত করা হয় তা এই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করে দেখব। অনুসর্গ উপসর্গ এবং অব্যয়ের অংশ আমরা এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। সাধারণভাবে যে ভাষার নমুনা পেয়েছি তার মধ্যে উপসর্গের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে এই অংশটি আমরা আলোচনা করছি।

বেতমিজ – দুর্বিনীত, শিষ্টাচার জ্ঞানহীনকে বেতমিজ বলা হয়ে থাকে।

"উয়াদের বাড়ির মেয়েগুলা ঝুবই বেতমিজ যে, কাউকেই মানে না দেখো না!"

বেশরম – 'বেশরম' শব্দের অর্থ লজ্জাহীন। 'বেশরমি' বিশেষণ পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যেমন- 'বেশরমির তো একটা সীমা আছে মাগো! ছিঃ!' ।

এছাড়া বিশেষ্য হিসেবে 'বেশরম' পদেরও ব্যবহার আছে। এই শব্দটিও আমরা দেখব, বাঙালি মুসলিম সমাজে প্রচলিত। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে আমরা এই শব্দটির প্রচলন দেখতে পাব। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে লজ্জা হায়া ইত্যাদি মেয়েদের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত বলে মনে করা হয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষের মধ্যে নারীর সঙ্গে লজ্জার সংযোগ আছে – এই ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। 'লজ্জা মেয়েদের ভূষণ' কথাটিতো প্রায় প্রবাদে পরিণত। প্রত্যেক ধর্মই নারীর সঙ্গে এই লজ্জা গুণটিকে প্রায় অপরিহার্য করে দেখে। ইসলামেও 'বেশরম' কথাটি নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একই কারণে ও একই দৃষ্টিকোণে ব্যবহৃত হয় না। শরিয়ত অনুসারে জামা-কাপড় পরার ধরন 'শালীন' বা শরিয়ত সমর্থিত না হলে বা ছেলেদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা যা ইসলাম সমাজ অনুমোদিত নয় এরকম আচরণকারী মেয়েদেরকে বেশরম বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এইসমস্ত একই বিষয় অর্থাৎ জামাকাপড় পরার জন্য বা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ছেলেদেরকে বেশরম বলা হয় না তত। কারণ সংযমের নিষেধের দায় কেবল মেয়েদের। মুসলিম নারী পুরুষের জন্য 'বেশরম' শব্দের metalanguage তাই একই হয় না।

মুসলিম বাঙালি নারীর ব্যবহৃত শব্দগুলির শব্দার্থ ও অধিভাষার জগৎ তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। প্রসঙ্গত, নারী পুরুষ উভয়ে ব্যবহার করে থাকে এমন শব্দও দেখলাম। যেগুলোর অধিভাষা কখনো লিঙ্গ-ভেদে পৃথক কখনো আবার প্রায় ভেদ নেই। এই সমস্তটাই মিলিয়ে মুসলিম নারীর মনন, ভাষা-বিশ্ব।

পঞ্চম অধ্যায় মুসলিম মেয়েদের বাক্যগঠন ও অধিভাষা

মুসলিম মেয়েদের ভাষায় আন্বয়িক সংবর্তন লক্ষ্য করলে আমরা বেশ কিছু বৈশিষ্ট এমন পাব, যেখান থেকে তাদের ভাষার অর্থবোধের স্বতন্ত্র ধারণা খুঁজে পাব। অন্যদিকে কীভাবে বাংলা ভাষার অন্বয়কে তারা ব্যবহার করছে নির্দিষ্ট অবস্থান ও প্রসঙ্গ সাপেক্ষে তাও লক্ষ্য করা যাবে। নির্দিষ্ট সময় এবং স্থান সাপেক্ষে বাক্যের অন্বয়ও তাদের অধিভাষার জগতের সাক্ষ্য বহন করে থাকে। এই অধ্যায়ে তাদের বাক্য ব্যবহারের মধ্যে অন্বয়ের সেই দিকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাতের প্রয়াস থাকবে।

ক্রিয়াপদের পরিবর্তন

বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে আদর্শ ব্যাকরণ সম্মত বাংলা ভাষার গঠন sov। ক্রিয়াপদের অবস্থান পরিবর্তনে প্রসঙ্গ অনুসারে বাক্যের অর্থের বিভিন্ন মাত্রা ও সম্ভাবনার দিক উন্মোচিত হতে পারে। এমন কী শুধুমাত্র ক্রিয়াপদ দিয়েও অজস্র অর্থবোধ সম্পন্ন বাক্য গঠিত হয়ে থাকে বাংলা ভাষায়।

- শুধুমাত্র ক্রিয়াপদের ব্যবহারে মেয়েদের নিজস্ব ইঙ্গিতপূর্ণ কথা

আমরা প্রায়শই খেয়াল করে থাকব ‘হয়েছে’ এই প্রশ্নবোধক বা উত্তরসূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে মেয়েরা তাদের পিরিয়ডস বা ঋতুচক্রকে বুঝিয়ে থাকে নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময়।

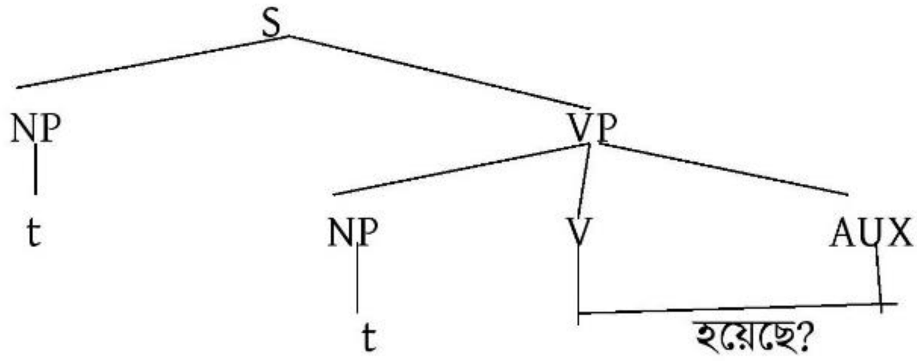

অর্থাৎ 'হয়েছে' এই বাক্যটির Deep structure এ রয়েছে 'পিরিয়ডস' বা 'মাসিক' বা ঋতুচক্রের কথা। কিন্তু সেই থিটা রোলটি surface structure এ শুধুমাত্র ক্রিয়াপদে অর্পিত হচ্ছে। তবে এটি শুধু বিশেষভাবে মুসলিম মেয়েদের জন্যই প্রযোজ্য নয়, সার্বিকভাবে সমস্ত মেয়েদের মধ্যেই আমরা এর ব্যবহার দেখতে পাব।

ভাব বাচ্যের ব্যবহার

মুসলিম মেয়েদের কথায় বিশেষ করে পরিবারের বয়সে বা সম্পর্কে বড় পুরুষদের সঙ্গে কথোপকথনের সময়ে আমরা ভাব বাচ্যের ব্যবহার দেখব। এছাড়া পরিবারের বড়ো কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রসঙ্গেও তারা অনেক সময় ভাব বাচ্যে কথা বলে থাকে।

এখন এইরকম ক্ষেত্রের কয়েকটি উদাহরণ বা বাক্যের গঠন আমরা দেখব।

- "হাত মুখ ধুয়ে একটু খাওয়াদাওয়া করা হোক"
- "তাড়াতাড়ি গোসল করে নিলে ভালো হতো "

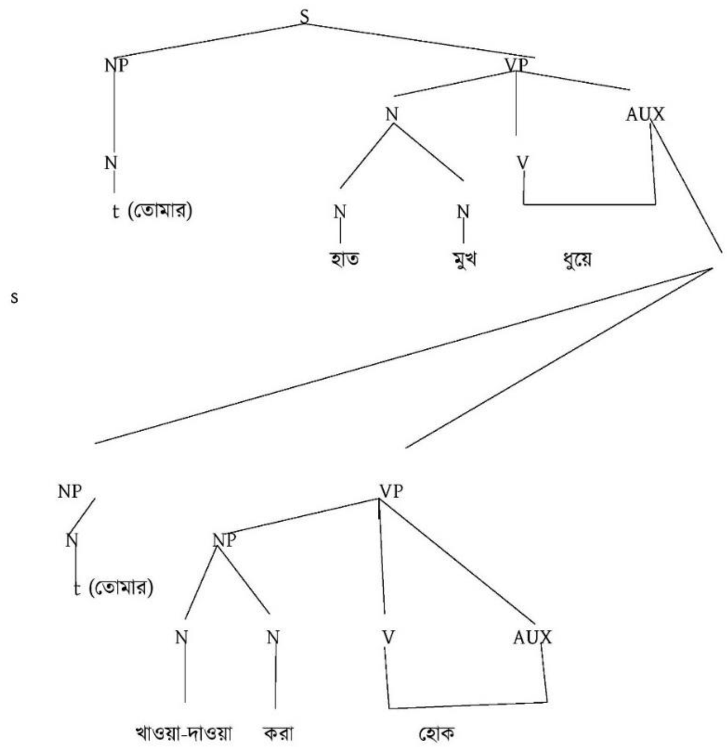

বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রায় সংযোগহীন গ্রামের মহিলাদের মধ্যে আমরা এই প্রবণতা বেশি দেখতে পাব বাড়ির বড়োদের সামনে বা পুরুষদের সামনে। মেয়েলি আড্ডায় এই সংকোচ অনেক কম। আবার লজ্জা সম্ভ্রমবশতও বড়োদের সামনে তারা মৃদুভাবে নিজেদের কথা প্রকাশ করে ও সরাসরি বলতে চায় না। তখন তারা এই ভাব বাচ্যের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

অতীত কালের স্থানে ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তির ব্যবহার

উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম মেয়েদের কথার মধ্যে অতীতকালের বর্ণনার মধ্যে আমরা অনেকসময় ক্রিয়া বিভক্তির স্বাভাবিক বিপর্যয় ঘটতে দেখব।

এখানে কয়েকটি বাক্যের গঠন আমরা দেখে নেব।

“ বটি লোব। নুন লোব। মশলা লোব। জিরে হলুদ। কয় ভায়বুনি। আমাদেরতো অন্য লোক লাগত না। ”মজিদা খাতুন

এখানে আমরা সমগ্র অনুচ্ছেদটি পড়লে বুঝতে পারব বক্তা আসলে অতীতচারিতা করছেন। স্মৃতি রোমন্থনের সময় অতীতের কিছু অংশে স্বাভাবিক অতীত ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করলেও কিছু অংশে করছেন না। আমরা উভয় শ্রেণির বাক্যের আন্বয়িক গঠন লক্ষ্য করব।

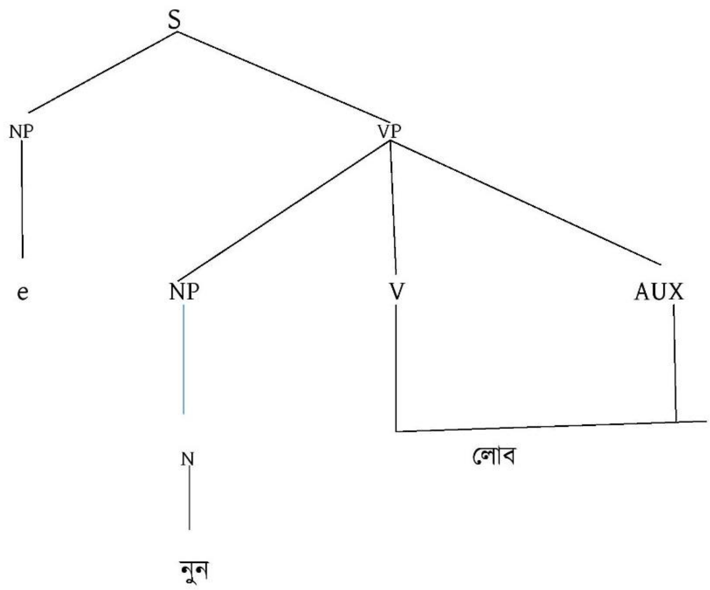

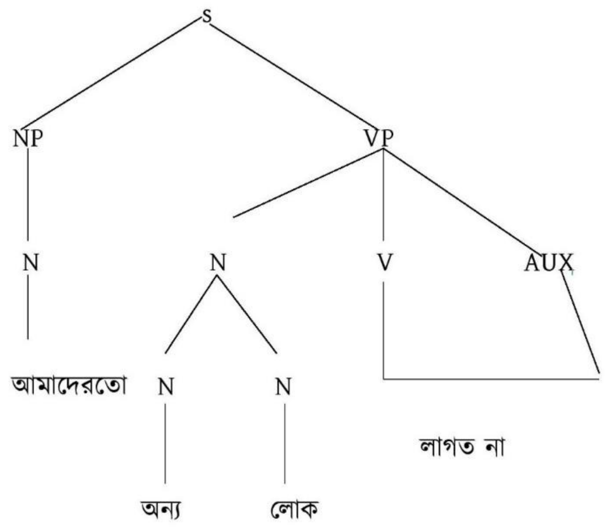

লগ্ন বাক্যের ব্যবহার

মেয়েদের বাক্য গঠন খেয়াল করলে আমরা দেখব, বাক্যের মধ্যে লগ্ন বাক্যের সংযোজন পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি। এরকম বেশ কিছু বাক্যর উদাহরণ আমরা দেখে নিতে পারি

১। তোমরা কাল এসছো লায়?

২। "আজ বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে, না?"

৩। "এই শাড়িটা পরবো? ভালোলাগবে?"

৪। "আমার কি এটা করা উচিৎ হবে, কি বলিস?"

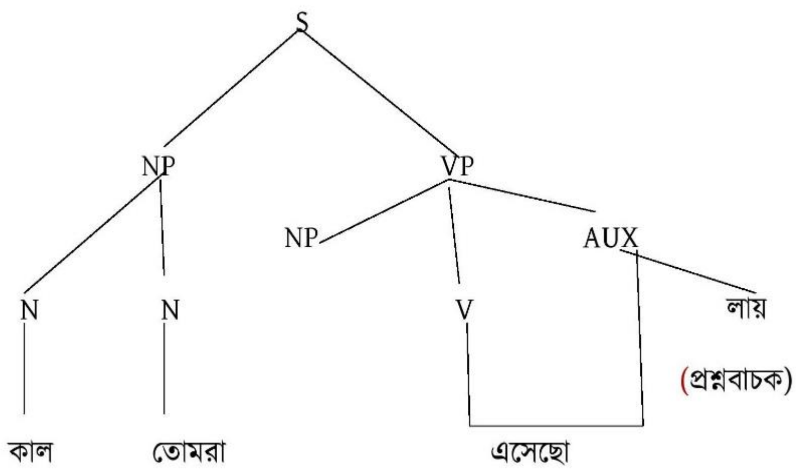

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা context এ বাংলা ভাষায় এই অসমাপিকা ক্রিয়ার গুরুত্ব সমাপিকা ক্রিয়ার থেকে কোনো অংশ কম তো নয়ই মেয়েদের কথায় আমরা অসমাপিকা ক্রিয়ার বহুল ব্যবহার দেখতে পাব ।

- আলংকারিক অসমাপিকা ক্রিয়া

মেয়েদের ভাষায় বেশ কিছু অসমাপিকা ক্রিয়া এমন দেখা যায় যা বাক্যের প্রথমে বসে প্রসঙ্গান্তরে যেতে সাহায্য করে থাকে ।

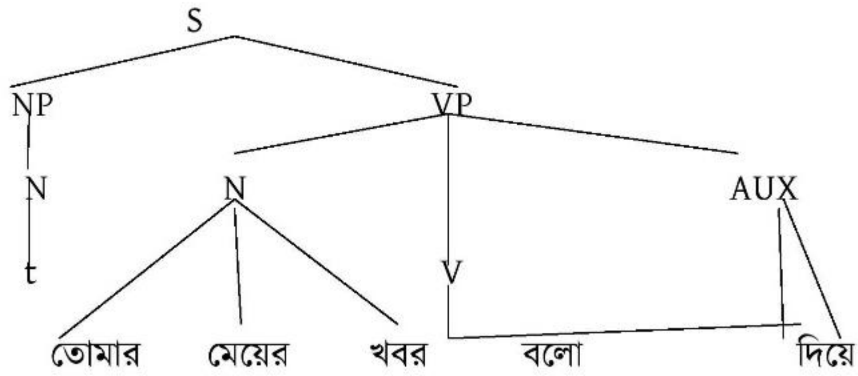

এখানে কর্তা বা N উহ্য আছে (t). ‘দিয়ে’ সংযোজন করে বাক্য গঠিত হচ্ছে।

- অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত ব্যবহার

যেমন- আমরা খেতে খেতে কত কথাই না বলব! –

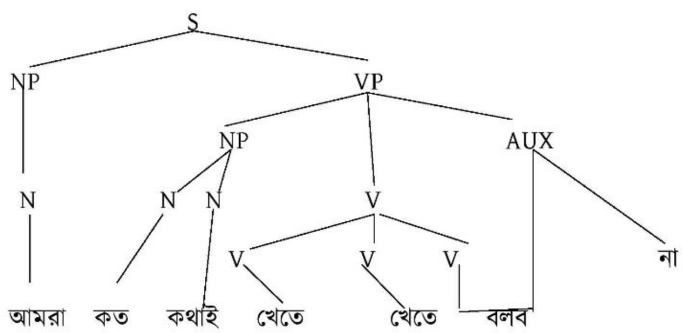

এখানে deep structure থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আদর্শ বাক্যের গঠন থেকে বিচুতি ঘটেছে surface structure এ।

- বাক্য সংযোগকারী অসমাপিকা ক্রিয়া (অব্যয়ের মতো ব্যবহার)

"ও যাবে দিয়ে খেয়ে আসবে"

সচরাচর আমরা এই বাক্যটি বলে থাকি এভাবে –

ও গিয়ে খেয়ে আসবে।

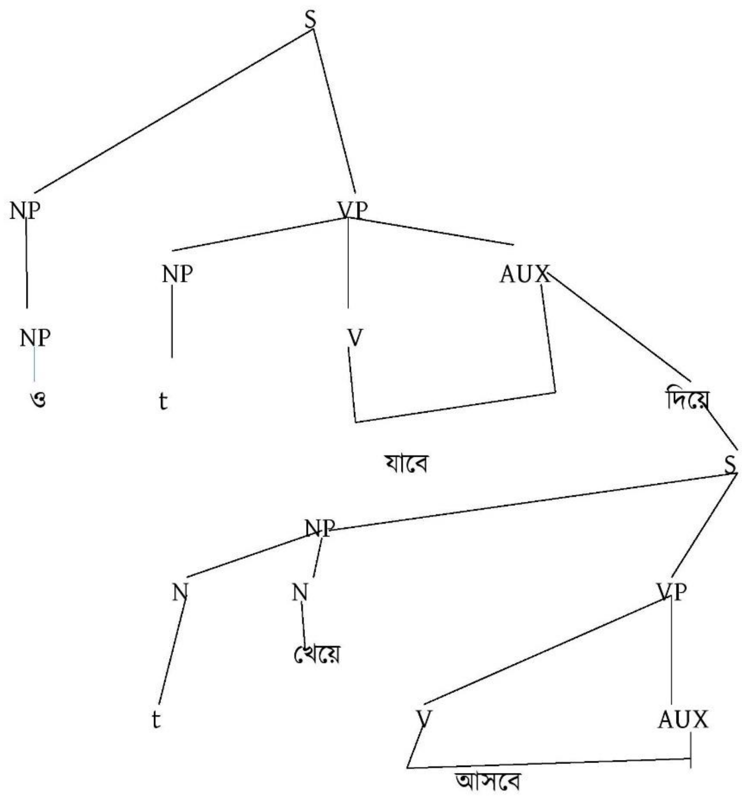

- প্রশ্নসূচক অসমাপিকা

কখনো কখনো অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে আমরা প্রশ্নও করে থাকি। তবে সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই সেই অসমাপিকার ব্যবহার context sensitive হয় একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বোঝানো হল –

-আমি সবাই মিলে রোববার খালার বাড়ি গিয়েছিলাম।

-গিয়ে?

এখানে অসমাপিকা ক্রিয়াটি প্রশ্নের কাজ করছে। এই ধরনের অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বহুল দেখতে পাব।

- ইচ্ছাকৃত অসম্পূর্ণ বাক্য

অনেক সময় দেখা যায় বক্তা কিছু বলতে চাইছেন কিন্তু বলতে ইতস্ততও করছেন। সেই সময় দেখা যায় অসমাপিকা ক্রিয়াতে এসে বাক্য থামিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন, আর এগোতে পারছেন না। কিন্তু বাক্যের গঠন থেকে সুস্পষ্ট যে তার আরো কিছু বক্তব্য আছে।

যেমন-

১। ওখানে গিয়ে

২। না মানে আমি খেয়ে আর

৩। আমি ওখানে শুয়েছিলাম, কিন্তু শুয়ে দেখি

অসমাপিকা ক্রিয়াতে সমাপ্ত বাক্যর অর্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কন্টেক্সট সেন্সিটিভ।

মুসলিম মেয়েদের ভাষায় আমরা অনেক এই ধরনের অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখতে পাব।

এখানে যে সমস্ত বাক্যের গঠন ও তাদের প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করা হল তা যে একমাত্র মুসলিম মেয়েদের কথাতেই আমরা দেখতে পাব, এমন নয়। । তবে তা অন্যদের ক্ষেত্রে প্রবণতা হয়ে ওঠে না।

ষষ্ঠ অধ্যায় - নারীর মুখের গল্প-কথা ও অধিভাষার জগৎ

মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই মৌখিক ঐতিহ্য প্রবহমান মানুষের মধ্যে। দৈনন্দিন জীবন যাপনের সাধারণ গল্প থেকে শুরু করে নানারকম সংস্কার কিংবদন্তী মিথ মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে যুগ যুগ ধরে। গল্প বলার প্রথা মেয়েদের মধ্য আদি কাল থেকেই আছে। কখনো সংসারের প্রয়োজনে কখনো ব্রত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের দৌলতে মেয়েরা ছড়া কেটেছে, গান গেয়েছে বা গল্প বলেছে। সাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যেও আমরা খেয়াল করলে দেখব, মেয়েদের কথায় প্রবাদ ছড়া ইত্যাদির ব্যবহার অনেক বেশি।

আমরা মুসলিম পরিবারের মেয়েদের থেকে এখানে বিভিন্ন গল্প সংগ্রহ করেছি। কিছু গল্প বর্তমান গবেষকের নিজের জানা পরিবার সূত্রে। যে সমস্ত গল্প পেয়েছি তাদেরকে বিষয়বস্তুর নিরিখে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা –

১। রূপকথার গল্প

২। পশু-পাখির বিভিন্নরকম গল্প

(এর মধ্যে পশুপাখির গল্পগুলো আমরা এর অন্তর্ভুক্ত করিনি। শেয়াল, বাঘ কুমীর ইত্যাদি বিভিন্ন পশু পাখির গল্পগুলো সব পরিবারেই এক। হিন্দু মুসলিম ভেদে তা পার্থক্য সৃষ্টি করেনি একেবারেই।)

৩। হাদিস-কোরানের গল্প

৪। সাহাবা বা হজরত মহম্মদ বা তাঁর আত্মীয়স্বজনদের জীবনের বিভিন্ন রকম গল্প

বিভিন্ন সময় বা t এবং স্থান বা w এর সমাহারে বিভিন্ন রকম মৌখিক গল্প জন্মায় এবং তা প্রবাহিত হয় নিজের নিয়মে। অনেকসময় পুরনো গল্পের metalanguage বা অধিভাষাকে

সময়ের (t) পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতা হৃদয়ঙ্গম করে ভিন্নভাবে। আমরা গল্পগুলি আলোচনার সময় সেদিকটির প্রতিও দৃষ্টি দেব।

ধার্মিক ব্যক্তির ফল লাভ

এক পরহেজগার ব্যক্তি নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটতে থাকায় তার খিদে পেয়ে গেছিল। এমন সময় হাঁটতে হাঁটতে সে হঠাৎ দেখে পানিতে একটা আপেল ভেসে আসছে। তারপর আপেলটা যখন তার কাছাকাছি চলে আসে সে কোনোকিছু না ভেবে আপেলটাকে নদী থেকে তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলে। খাওয়ার পর তার খিদে মেটে। তারপর তার মনে হয় সে না বলে অন্যের জিনিস খেয়ে ফেলেছে। কারণ কার গাছের ফল সে জানে না। এরপর সে খুব অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। আর কার গাছের আপেল সে খেয়ে ফেলেছে তা খোঁজার চেষ্টা করে। দেখতে থাকে যে আশেপাশে কোথায় আপেল গাছ আছে। এরপর সে চারিদিকে খোঁজ করতে থাকে। অনেক হেঁটে হেঁটে সে একটা বাড়ির বাইরে একটা আপেল গাছ দেখতে পায়। সেই গাছে অনেক পাকা আপেল হয়ে ছিল। তারপর সে ওই বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করে। দেখা হওয়ার পর সে নিজের ভুল স্বীকার করে আর তার অপরাধের শাস্তি সে মাথা পেতে নিতে চায়। বাড়ির মালিক বুঝতে পারে যে ছেলেটি খুবই নেক বান্দা। তখন সেই বাড়ির মালিকটা তাকে বলে যে এই অপরাধের শাস্তি হল তার কালা খোঁড়া ও অন্ধ মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। আর তার বাড়িতে এক মাস ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে। তাহলেই তিনি তার অপরাধ ক্ষমা করবেন।

বাড়ির মালিকের এই শাস্তি ওই পরহেজগার ব্যক্তি মাথা পেতে নেয়। এক মাস ক্রীতদাস হিসেবে থাকার পর তার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হয়। তবে এই এক মাস একবারের জন্যও সে মেয়েটির দেখা বা গলার আওয়াজ পায়নি। এরপর বিয়ের রাতে যখন প্রথম মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয় তখন দেখে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে। কোথাও তার কোনো খুঁত নেই। তখন সে ভাবে যে ভুল

করে হয়তো সে অন্য ঘরে ঢুকে পড়েছে। তখন বাইরে এলে মেয়েটির আব্বাজি তাকে জানায় যে এই কালা খোঁড়া অন্ধ মেয়েটির কথাই সে বলেছিল। সে কালা কারণ সে খারাপ কিছু শোনেনি কখনো। খোঁড়া কারণ কোনো খারাপ জায়গায় আজ পর্যন্ত সে যায়নি। আর অন্ধ কারণ কোনো পর পুরুষের মুখ দেখেনি সে। তার সততায় খুশি হয়ে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। এরপর ব্যক্তিটি খুশি হয় ও তারা সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে।

এই গল্পটির মধ্যে চারিত্রিক বিভিন্ন গুণাবলী যেমন সৎ বিবেকবান মানুষের পুরস্কার লাভের কথা আছে। অন্যদিকে মেয়েদের চরিত্রের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত দিকগুলি এবং তার সৌন্দর্য পুরুষের কাছে মহার্ঘ্য পুরস্কার স্বরূপ তাও জানানো হয়েছে। এছাড়া মেয়েদের অন্তঃপুরে অবস্থান ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগহীন থাকাকে মেয়েদের ভালো গুণের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। পরোক্ষভাবে আদর্শ নারী পুরুষের চরিত্রের প্রতিও দিক নির্দেশ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে এই গল্পটির গঠনটি রূপকথার মতও। এই গল্পটি শুনেই আমরা বুঝতে পারি এই গল্পের সময়কাল বর্তমান সময় থেকে অনেক পিছনের। আবার সম্ভবত হজরত মহম্মদের ইসলাম ধর্ম প্রচারের আগে এই গল্পের সময়কাল হতে পারে না তাও বোঝা যাচ্ছে। কারণ এই গল্পে ইসলাম ধর্মের অনুশাসনগুলো নীতিগল্পের মতো করে চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং গল্পের যে স্থান তার ভৌগোলিক অবস্থান, শুধু এ রাজ্য নয় এ দেশেরও বাইরে। অর্থাৎ, এই গল্প বহির্দেশ থেকে আসা একটি গল্প যা সম্ভবত অন্য ভাষা থেকে এসছে। তারপর এই দেশের মুসলিমদের মধ্যেও এই গল্প ছড়িয়ে গেছে। এ দেশের সংস্কৃতি ভাষার সঙ্গে মিশে গল্পটি খানিক এদেশের আকার লাভ করেছে। ফলে এই গল্পটিতে অনেকরকম স্থান বা w এর সম্মিলন ঘটেছে। আর একটি নির্দিষ্ট সময়ে তা তৈরি হয়েও অনেকগুলো সময়কে (t) ধারণ করে আছে। একটা সময় ছিল যখন মেয়েরা তাদের নিজেদের জীবনের প্রায় কোনো সিদ্ধান্তই নিজে নিতে পারত না। এই গল্পে আমরা দেখি মেয়েটি গল্পে একেবারে নিষ্ক্রিয় একটি চরিত্র হিসেবে রয়ে গেছে। সে কাকে বিয়ে করবে বা করতে চায় তা ধর্তব্যের মধ্যেই আসেনি। রূপকের মধ্যে দিয়ে তার চক্ষু কর্ণ ও পায়ের

ব্যবহারহীনতাকে গ্লোরিফাই করা হয়েছেও। ধরে নেওয়া যায় তা তার স্বেচ্ছায় নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়। বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো মানসিক পরিসর তাকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই অতীত সময়ের আদর্শ নারীর সংজ্ঞাকে যখন বর্তমান সময়ে গল্পের মাধ্যমে হলেও বলা হচ্ছে তখন আসলে পুরাতন আর নতুনের দ্বন্দ্বের, ইসলাম এবং আধুনিক সমাজের বিপ্রতীপতায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং পিতৃতান্ত্রিকতার বিরোধে মুসলিম সমাজ তথা মুসলিম নারী মননকে পুরনো ভাবাদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। মুসলিম মেয়ের অন্তর্জগতে বিভিন্ন দ্বান্দ্বিকতা নিয়ে এই গল্প তাই দ্বন্দ্বময় অধিভাষার জগৎ তুলে ধরে।

এরকম বহু গল্প আমরা পেয়েছি যা মুসলিম মহিলাদের অধিভাষার জগতে গভীর প্রভাব ফেলে। ইসলামিক শিক্ষা এভাবেই সময়ের সরণি বেয়ে দেশ কাল সীমা পেরিয়ে চলেছে মৌখিক রীতির মাধ্যমে। তাদের অধিভাষার জগতে এই সমস্ত গল্পটি ধর্মীয় অনুভূতির অনুরণন সৃষ্টি করে।

উপসংহার

একটি ভাষার অর্থবোধ গড়ে ওঠে সেই ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতি থেকে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে আবার অনেকগুলো ভাষাগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায় যে কোনো ভাষার মতই। মুসলিম মেয়েদের ভাষা প্রয়োগ তাদের অর্থবোধ তাদের চিন্তা চেতনা ও অন্তর্জগতের হদিস দেয়। আবার তাদের ভাবনা চিন্তাও তাদের শব্দ বা ভাষা সম্পর্কিত অর্থবোধকে তৈরি করে। অর্থাৎ অর্থবোধ আর সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। আমরা অনেকসময় খেয়াল করি না ভাষার অর্থবোধও চিন্তা মনন নির্মাণে সহায়ক। অর্থাৎ এটি একটি উভমুখী প্রক্রিয়া।

বাংলা ভাষাতে এমন অনেক শব্দ আছে যা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নয়। নয় তার কারণ আমাদের সমাজ লিঙ্গ নিরপেক্ষ নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভাষা নির্মাণও তাই একপেশে। কোনো কোনো পেশা, ঘরের কাজ, মানবিক গুণাবলী নির্দিষ্ট লিঙ্গের সঙ্গেই যুক্ত। আর তার ফলে বিভিন্ন শব্দও। যেমন, স্ত্রী সতী প্রভৃতি শব্দবন্ধ যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রীদের জন্যই নির্দিষ্ট। এদের কোনো লিঙ্গান্তর

নেই। মুসলিম সমাজেও আমরা বেশ কিছু শব্দ পাব যা বিশেষভাবে বিশেষ লিঙ্গের মানুষদের সঙ্গে সংযুক্ত।

যেমন 'সাহাবা' শব্দটি ধর্মীয় পরিসরে মুসলিমদের কাছে একটি পরিচিত শব্দ। এই শব্দটির সময় ফ্রেম বা t হজরত মহম্মদের জীবন কালীন সময়ের। আর স্থান বা w হল আরব। কিন্তু সাহাবারা সবাই পুরুষ ছিলেন। ফলে সাহাবা শব্দটি বলতেই নারী পুরুষ নির্বিশেষের কাছে যে অর্থ তৈরি হয় তা একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'ভাত খেল না' এই শব্দটি ডিভোর্স বলতে ব্যবহৃত হয় ঠিকই। কিন্তু এটিও শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, মেয়েটি ছেলেটির ভাত খেল না। স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব এক্ষেত্রে বর্তায় তার বরের উপরে। এই পদবন্ধটি বলা হলেই তাই বোঝা যাবে কোনো একটি মেয়ের তার বরের কাছ থেকে চলে আসার কথা বলা হচ্ছে। কারণ ধরে নেওয়া হচ্ছে মেয়েটি উপার্জনক্ষম।

এছাড়া কয়েকটি পেশা আছে যেমন জেলে চাষি কৃষক এদের লিঙ্গ পরিবর্তন করলে জেলে-বৌ বা কৃষক-বৌ হয়। কিন্তু সেটা জেলের বৌ বা কৃষক বৌকে বোঝায় কিন্তু কোনো মেয়ে যদি মাছ ধরাকে বা চাষ করাকে পেশা হিসেবে নেয় তাহলে তার জন্য আলাদা কোনো শব্দ নেই। এখানে একটি পেশা সম্বন্ধীয় শব্দকে মুখ্যত জুড়ে দেওয়া হচ্ছে একটি বিশেষ লিঙ্গের সঙ্গে। আর অন্য লিঙ্গের জন্য নির্ধারিত শব্দকে সেই শব্দটির বশ্যতা করতে হচ্ছে। এ থেকে জীবিকা কেন্দ্রিক শব্দের সঙ্গে লিঙ্গ নির্ভর পেশার এক ধরনের সংযুক্তির সম্পর্ক প্রতিফলিত হচ্ছে।

মেয়েদেরকে বোঝাতে যে যে শব্দগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত সেগুলি হল – নারী, রমণী, মহিলা, মেয়েলোক, মেয়েমানুষ, মেয়েছেলে, স্ত্রীলোক ইত্যাদি। আর উলটো দিকে ছেলেদের বোঝাতে যে যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল – মানুষ, লোক, পুরুষ, ব্যক্তি ইত্যাদি।

একটু খেয়াল করলে দেখব, মানুষ লোক ব্যক্তি এইসবগুলিই লিঙ্গ-নিরপেক্ষ শব্দ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এগুলো বললেই আমাদের মনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা একজন পুরুষের; তা কোনো নারীর নয়। অর্থাৎ পুরুষ হয়ে উঠছে মনুষ্য প্রজাতির প্রধান ভাগ আর নারীকে উপ বা অন্তর্গত একটি বিশেষ শ্রেণিতে ফেলা হচ্ছে। অন্তত আমাদের রোজকার ভাষা ব্যবহার তাই বলছে।

অন্যান্য অনেক ভাষার মতোই বাংলা ভাষার শব্দতেও লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায়। এছাড়া বেশিরভাগ গালাগালিও আমরা দেখি মেয়েদের যৌনতা বা যৌনাঙ্গকে কেন্দ্র করে। মেয়েদেরকে শরীর সর্বস্ব করে দেখার প্রবণতা যেহেতু একটা ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাই সমস্ত ধর্মের মধ্যেই এবং সমস্ত সমাজে পিতৃতান্ত্রিকতা বহমান। আর তারই প্রতিফলন ঘটে ভাষায়। অপভাষার মধ্যে তার অকৃত্রিম বেআব্রু প্রয়োগ ঘটে।

মুসলিম মেয়েদের কথাতেও আমরা দেখলাম শব্দার্থ ও অধিভাষার এক নিজস্ব জগৎ তাদের আছে। আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে যে কোনো বাংলাভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে তা এক। আবার কখনো নারী পরিচয়টা তাদের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠছে। হিন্দু নারী মুসলিম নারীর অধিভাষা সেখানে খানিক এক হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম নারীর ভাষার ক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ সময় বিশেষভাবে তাদের নিজস্ব জগতের ছবিটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও শুধু সেইসব ভাষা ছাড়াও ভাষার আরো বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ আছে যা হয়তো অন্য ভাষাগোষ্ঠীর থেকে পৃথক নয়। সেই পুরোটা মিলিয়েই তাদের অন্তর্জগৎ নির্মিত হয়। বলা বাহুল্য এই যে অধিভাষার জগৎ তা স্থির অনড় কোনো বিষয় নয়। সভ্যতা ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার, জীবন শৈলীর পরিবর্তন, মূল্যবোধের পরিবর্তন ভাষার অধিভাষা বা মেটা ল্যাঙ্গুয়েজের জগতকেও পালটে পালটে দেয়। মেয়েদের শিক্ষাবিস্তার বা কর্মজগতে প্রবেশ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পুরুষের অধিকৃত একচেটিয়া পেশাগুলোর জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে ধীরে ধীরে। সর্বস্তরে সেই পরিবর্তন না হলেও অন্তত পরিবর্তন ঘটানোর দাবি উঠছে।

মানুষের অধিভাষার জগৎ এক অর্থে দুর্জ্ঞেয় ও বিমূর্ত। তা যেমন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে যেতে পারে তেমন একই ব্যক্তিরও সময় জীবন-পর্ব পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে কিছু শব্দের ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে যেতে পারে। এছাড়া আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে এই জীবন এই পৃথিবীকে উপলব্ধি করি গ্রহণ করি। তাই যে কোনো দুজন মানুষের অধিভাষার জগতের মধ্যেও সূক্ষ্ম পার্থক্য থেকে যাবে যা এই সন্দর্ভের মধ্যে ধরা হয়নি।

সময় এবং স্থান মানুষের জীবনের দুই প্রধান আলম্ব বিন্দু। এর মধ্যে সময়কে আমরা কোনোভাবেই নির্বাচন করতে পারি না। স্থানের ব্যাপ্তি ও তাৎপর্য এখানে অনেকরকম হতে পারে। আমরা সব স্থানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তাই শব্দার্থ স্থান ও সময় সাপেক্ষ। 'মুসলিম মেয়ে' এই শব্দবন্ধটির অধিভাষাতে মুসলিমদের নিজস্ব এক ধারণা যেমন আছে, অন্যদিকে অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও 'মুসলিম মেয়ে' শব্দবন্ধটির অধিভাষাতে যে ধারণা আছে তা সবসময় এক নয়। তবে মুসলিম মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব বা দ্বৈততা খেয়াল করতে পারি। যার প্রকাশ তাদের ভাষার মধ্যেও খেয়াল করতে পারি। বিভিন্ন অবস্থান ও পরিস্থিতি অনুসারে তাদের ভাষা প্রয়োগ পালটে যায়। এই পালটানোর প্রবণতা আমরা পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে বেশি খেয়াল করব। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে মেয়েরা অনেকভাবে অবদমিত বলে, তাদের অনেক বেশি 'পারফেক্ট' হওয়ার দিকে লক্ষ্য থাকে। যার প্রভাব তার ভাষাতেও পড়ে। তারা অনেক বেশি মান্যায়িত আদর্শ ভাষা বলার চেষ্টা করে থাকে। উচ্চারণ ভঙ্গিতেও সেটা ধরে পরে। অর্থাৎ, তাদের অস্তিত্ব নিয়ে তারা সবসময় এক ধরনের সংকটে থাকে। অর্থাৎ নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা তাগিদ আমরা খেয়াল করব। তাদের সাজ-সজ্জা, ভাষা, আদব কায়দা এসমস্ত কিছুতেই তাদের একটা পারফেক্ট হওয়ার দায় থাকে। ছোটো থেকেই মেয়েদেরকে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেওয়া হয়। ফলে, তাদের অন্তর্জগৎ অনেক বেশি দ্বন্দ্বময়। তাদের ভাষাও পুরুষদের থেকে অনেক বেশি ইঙ্গিতময়।

'মুসলিম মেয়ে'দের ক্ষেত্রে আমরা এক দ্বান্দ্বিক অন্তর্জগতের সন্ধান পাব। যেখানে ধর্মের বিভিন্ন অনুশাসন একটা আলাদা মাত্রা সংযোগ করেছে। এছাড়া 'মুসলিম মেয়ে' সম্পর্কিত যে ধারণা জন-মানসে আছে তা বেশিরভাগ সময়ই আধুনিক চিন্তাভাবনা মননকে বিক্ষুব্ধ করে। ইসলামের পর্দা করার রীতি, পুরুষের চারটে বিবাহ রীতি সবই খুবই সমালোচিত। অন্যদিকে ইসলামে ভালো মেয়ে হওয়ার জন্য যে সমস্ত অনুশাসন আছে তা অনেকসময়ই তাদেরকে যে দিকে চালিত করার চেষ্টা করে তা পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে একেবারে খাপ খায় না। আর নিষেধের জন্যই তাদের একরকম তীব্র আকর্ষণও আমরা খেয়াল করব।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে অন্তর্জগতের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। তাদের ভাষার মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। w = স্থান ও t বা সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মেয়েদের ভাষা ও অধিভাষার জগৎ অনেক বদলে গেছে। একই পরিবারে তিন প্রজন্মের মেয়েদের কথা থেকে তা আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারব। যেমন পোশাক, বিয়ে, সংসার - সামগ্রিকভাবে জীবন সম্পর্কেই অনেক মূল্যবোধ দৃষ্টিকোণ পালটে গেছে। অনেক নতুন শব্দ এসে জায়গা করে নিয়েছে। পুরনো শব্দ কালের নিয়মে হারিয়ে যাচ্ছে। একই শব্দেরও অধিভাষা বা meta language বদলে যাচ্ছে। ভাষা থেকে অধিভাষার জগতে পৌঁছানোর এই যাত্রা তাই সরলরৈখিক নয়। অনেক সূচক মাত্রা নির্ভর। এই গবেষণা সন্দর্ভে মুসলিম মেয়েদের ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক ও তা থেকে অধিভাষার দিকগুলি অনালোচিত থেকেছে। আগামীদিনের গবেষক নিশ্চয় এই নিবন্ধের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করবেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা বইয়ের তালিকা

আচার্য, পরমেশ। বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা। অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০০৯

আজাদ, হুমায়ন, বাক্যতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

গনী, ওসমান। কোরান শরীফ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা। মল্লিক ব্রাদার্স। কোলকাতা, ২০০৭

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস। করুণা প্রকাশনী। কোলকাতা। জুলাই, ২০১৬ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

চক্রবর্তী, উদকুমার। ধ্বনিঃ চেতনার নির্বাক বিদ্যুৎ। শ্রীময়ী। নববর্ষ সংখ্যা । কোলকাতা। ১৪২৪

চক্রবর্তী, উদয়কুমার। নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ইন্দাস, কোলকাতা, ২০০৬

চক্রবর্তী, উদয়কুমার। বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন, দেজ পাবলিশিং। ২০০৪

চক্রবর্তী, উদয়কুমার। বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ। অরবিন্দ পাবলিকেশন। ২০১৩

চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, কোলকাতা। ডিসেম্বর, ১৯৯৬,

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। বাংলাভাষা প্রসঙ্গে। জিজ্ঞাসা। ১৯৭৫

চৌধুরী, কমল। চব্বিশ পরগণা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন। দে'জ পাবলিশিং। কোলকাতা। জুন, ২০১৬

চৌধুরী, কমল। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস দ্বিতীয় পর্ব। দে'জ পাবলিশিং। কোলকাতা। মে, ২০১১

চৌধুরী, কমল। সম্পাদনা। মালদহর ইতিহাস। দে'জ পাবলিশিং। কোলকাতা। ২০১৯

থানবী, হাকীমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলী। নূরানী বাংলা কোরআন শরীফ মূল আরবীর বাংলা উচ্চারণ, অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকাসহ। অনুবাদ মাওলানা মোঃ মাজহারুল ইসলাম। মীনা বুক হাউস। ঢাকা।

দত্ত, বসু, শর্মিলা। বাংলায় মেয়েদের ভাষা। কোলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, ২০০৬

দত্ত, মিলন। মুসলিম সমাজ। কারিগর। ২০১৭

দাশ, নির্মল। বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়য়। কোলকাতা। ২০০০

দাশ, শিশিরকুমার। ভাষাজিজ্ঞাসা। প্যাপিরাস। কোলকাতা। ১৪১৭

দে, অশোককুমার। ঐতিহাসিক শব্দার্থতত্ত্ব – একটি মূল্যায়ন। ত্রিদীপ প্রকাশনী। কোলকাতা। ১৯৯৫

নাথ, মৃণাল। ভাষা ও সমাজ। নয়া উদ্যোগ। কোলকাতা। ১৯৯৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ। ভাষা ভাষা কথা। কারিগর। কোলকাতা। ২০১৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। বঙ্গীয় শব্দকোষ। সাহিত্য একাডেমী। নিউ দিল্লি। ১৯৭৮

বিশ্বাস, নুরুল আমিন। মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনমানস। বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন। কোলকাতা। জানুয়ারি,২০১১

বিশ্বাস, সুখেন। প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড)। প্রত্যয় প্রকাশনী। কোলকাতা। ২০১২

বোখারী, ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল। সহীহ বোখারী শরীফ। অনুবাদ হজরত মাওলানা শামছুল হক, শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। মীনা বুক হাউস। ঢাকা। ২০১৯

মওদূদী, সাইয়েদ আবুল লালা। রাসায়েল ও মাসায়েল। আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস। ঢাকা। ২০০৮

মওলানা, হজরত। মুন্তাখাব হাদীস, হাফিজিয়া কুতুব খানা, দঃ ২৪ পরগণা। ২০১৪

মজুমদার, পরেশচন্দ্র। বাংলাভাষা পরিক্রমা (১ম খন্ড), সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮৩

মজুমদার, পরেশ্চন্দ্র। বাংলাভাষা পরিক্রমা (২য় খণ্ড) সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮৬

রশিদ, মোহাম্মদ হারুন। সংকলন ও সম্পাদনা। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান। বাংলা একাডেমি ঢাকা। ঢাকা। ২০১৬

রায়, ভারতী। নারী ও পরিবারঃ বামাবোধিনী পত্রিকা (সংকলন ও সম্পাদনা)। আনন্দ পাবলিশার্স। কোলকাতা। ২০০২

শ, রামেশ্বর। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ১৩৯৪

সরকার, পবিত্র। গদ্যরীতি পদ্যরীতি। সাহিত্যলোক। কোলকাতা। জানুয়ারি, ২০০২

সরকার, পবিত্র। বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ। দে'জ পাবলিশিং। কোলকাতা। জানুয়ারি, ২০০৬

সরকার, পবিত্র। ভাষা দেশ কাল। মিত্র ও ঘোষ (তৃতীয় মুদ্রণ)। কোলকাতা। ১৪১৯

সরকার, পবিত্র। ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ। দে'জ পাবলিশিং। কোলকাতা। জানুউয়ারি, ২০০৩

সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স (পঞ্চদশ মুদ্রণ)। কোলকাতা। ২০১৫

সেনগুপ্ত, পল্লব। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ। পুস্তক বিপণি, কোলকাতা। জানুয়ারী, ২০১০।

হাসান, জাহিরুল। বাংলায় মুসলমানের ইতিহাস। পূর্বা প্রকাশনী, ২০১৫

হুমায়ুন, রাজীব। সমাজভাষাবিজ্ঞান। আগামী প্রকাশনী। ঢাকা। ২০০১

হোসেন, সেলিনা, সালমা আখতার এবং মাসুদুজ্জামান। সম্পাঃ পুরুষতন্ত্র নারী ও শিক্ষা। মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা। ২০০৭

ইংরেজি বইয়ের তালিকা

Adichie, Chimamanda, Ngozi. *We Should All Be Feminists.* Fourth State. 2014

Ahmed, Aziz. *An Intellectual History Of Islam in India*, Edinburgh University Press, 1969

Ahmed, Hilal. *Siyasi Muslims.* Penguin Viking. 2019

Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate.* Yale University Press (Veritas paperback edition). 2021

Ahmed, Syed Nesar. *Origins of Muslim Consciousness in India,* Greenwood Press, London. 2004

Allan, Keith. *Natural Language Semantics. Blackwell. 2001*

Armstrong, Karen*. Muhammad Prophet For Our Time.* Harper Perennial. 2007

Asher, Ron. *In Encyclopedia of Language and Linguistics*, ed. Pergamon Press. Oxford. 1994

Babakhan, Ziyauddin Khan Ibn Ishn. *Islam and the MUSLIMS in the Land Of Soviets.* Progress Publishers. 1980

Bach, Kent, *Thought and Reference*, Clarendon Press, Oxford, 1987

Bach,Kent and Robert M. Harnish, *Linguistic Communication and Speech Acts,* MIT press, Cambridge, 1979

Backhouse, Anthony E. Connotation. *International Encyclopedia of Linguistics,* ed. William Bright, vol. 1, Oxford University, Oxford, 1992

Barthes,Roland. *Mythologies.* trans by Jonathan Cape. The Noonday Press. New York.1972.pdf

Beauvoir, Simone. *the Second Sex*. trans. by Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier. Vintage Books. London. 2011

Benthem, Johan F.A.K van. *A Manual of Intensional Logic,* Chicago University Press, Chicago,1988

Bhattacharyya, Kalidas. *Possibility of Different Types Of Religion.* The Asiatic Society. 1974

Bussmann, Hadumod, *Dictionary of Language and Linguistics,* trans and edited by Gregory P Trauth and Kerstin Kazzazi, Routledge, New York, 2006

Bussmann, Hadumod. *Routledge Dictionary of Language and Linguistics.* translated and edited by Gregory Trauth and Kerstin Kazzazi. Routledge. 1998

Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.* Rutledge. New York. 2006

Chatterji, S. K. *Origin and Development of the Bengali Language* in 3 part, Rupa & Co. Calcutta. 1975

Chomsky, Noam, *Syntactic Structures,* Mouton, Hague, 1957

Chomsky, Noam. *Aspects of the Theory of Syntax,* MIT Press, Cambridge, 1965

Chomsky, Noam. *Language and Mind* (Third Edition). Cambridge University Press. Cambridge. 2006

Clark, Herbert H. and Eve V, Clark. *Psychology and Language: An Introduction to Psycholinguistics,* Harcourt Brace, New York. 1977

Coate, Jennifer. *Women, Men and Language A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language* (Third edition). Routledge. 2013. pdf

Cresswell, Max J. Structured Meaning: *The Semantics of Propositional Attitudes.* MIT Press, Cambridge, 1985

Danesi, Marcel.Edited. *A Basic Course in Anthropological Linguistics.* Canadian Scholars' Press Inc.2004.pdf

Datta, Kusum. *Women's Studies And Women's Movement In INDIA.* The Asiatic Society, 2007

Di Sciullo, Anna Maria and Edwin Williams, *On the Definition of Word,* MIT press, Cambridge, 1987

Eaton, M, Richard. *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760.* University Of California Press. 1993. pdf

Empson, William. *Seven Types Of Ambiguity.* Chatto and Windu. 1949. pdf

Fodor, Jerry A. *Psychosrmantics: the Problem of Meaning in the Philosophy of Mind.* MIT Press. Cambridge. 1987

Gibbon, Margaret. *Feminist Perspectives On Language.* Pearson Education Limited. New York. 1999

Heusinger, Klaus von., and Ken Turner. *Where Semantics Meets Pragmatics.* Vol 16, Elsevier Ltd. 2006.pdf

Huck, J, Geoffrey. Goldsmith, A. John. *Ideology And Linguistic Theory Noam Chomsky And The Deep Structure debates.* Routledge. London and New York. 1995. pdf

Huges, Maeve. *Epic Women East And West.* The Asiatic Society. 2015

Jackendoff, Ray. *Foundations Of Language Brain Meaning Grammar Evolution.* Oxford University Press. pdf

Jespersen, Otto. *Language Its Nature Development And Origin .* Henry Holt & Company. 1921

Jourdan, Christine. and Kevin Tuite. *Language, Culture, And Society Key Topics In Linguistic Anthropology.* Cambridge University Press.Cambridge.2006

Kearney, Christopher A. *Social Anxiety and Social Phobia in Youth Characteristics, Assessment, and Psychological* Treatment, Springer, 2005

Khan, Zafrulla, Muhammad. *Woman in Islam.* Islam International Publications Limited. 2008

Lasersohn, Peter. *Subjectivity and Perspective in Truth Theoretic Semantics.* Oxford. 2017

Lasersohn, Peter. *Subjectivity and Perspective in Truth-Theoretic Semantics.* Oxford University Press. Oxford. 2017

Leech, Geoffrey. *Semantics : The Study of Meaning.* 2nd ed. Penguin. 1981

Lyons, John. *Semantics.* Cambridge University Press, 1977

Madan, T. N., *Two Faces Of Bengali Ethnicity: Muslim Bengali Or Bengali Muslim,* The Developing Economics: vol -10, issue-1, 74-85, 1972

Mazumdar, Rinita*. a short introduction to Feminist Theory.* Anustup. 2010

Millett, Kate. *Sexual Politics.* University of Illinois Press. 1970

Mirza, Hazrat. *The Economic Structure Of Islamic Society.* Nazir Dawat-O-Tabligh Ahmadiyya Community Qadian (India), 1996

Mujeeb, M. *The Indian Muslims.* Munshiram Manoharla Pvt. Ltd. New Delhi. 1996

Propp, Vladimir. *Morphology Of The Folk Tale.* University of Texas Press. 2009. pdf

Reimar, Nick, *Introducing Semantics.* Cambridge University Press. 2010

Robins, R, H*. A Short History of Linguistics.* Lowe & Brydone (Printers) Ltd. 1976.pdf

Russell, Bertrand. *On denoting. Mind*, Reprinted in Logic and Knowledge. Allen and Unwin. London. 1905

Salzmann , Zdenek. Stanlaw, James. Adachi, Nobuko. *Language Culture And Society An Introduction To Linguistic Anthropology* . Westview Press. (5th ed). 2012. pdf

Salzmann, Zdenek., James M. Stanlaw and Nobuko Adachi. *Language, Culture, and Society An Introduction to Linguistic Anthropology.* 5th ed. Westview Press.2012.pdf

Sapir, Edward. *Language*. Brace. New York. 1921

Sarkar, Narayan, Jagadish. *Islam In Bengal.* Ratna Prakashan. Calcutta. 1972

Schaff, Adam, translator. *Introduction to Semantics*. By Wojtaseiwicz, Olgierd. Pergamon Press. 1962

Searle, John R. *Expression and Meaning : Studies in the Theory of Speech Acts.* Cambridge Press, Cambridge. 1979

Sen, Sukumar. *Women's Dialect In Bengali*. Jijnasa Publication. pdf

Shah, Idries. *The Way of the Sufi.* Amaryllis. 1980

Thakur, D. *Linguistics Simplified Semantics*. Bharati Bhawan. 2001

Ullmann, Stephen A. *Semantics: An Introduction to the Science of Meaning,* Blackwell, Oxford,1962

Vansina, Jan. *Oral Tradition A Study· In Historical Methodology.* trans by H. M. Wright. ROUTLEDGE & KEGAN PAUL, London. 1965. pdf

Vansina, Jan. *Oral Tradition As History.* The University Of Wisconsin Press. England.1985.pdf

Wierzbicka, Anna . *Understanding Cultures through Their Key Words English, Russian, Polish, German, and Japanese.* Oxford University Press. 1997

Yamaguchi Masataka., Dennis Tay and Benjamin Blount. Editor. *Approaches to Language, Culture, and Cognition The Intersection of Cognitive Linguistics and Linguistic Anthropology*. Palgrave macmillan. 2014. pdf

Yzerbyt, Vincent Y., Guy Lories and Benoit Dardenne, (edt) *Metacognition Cognitive and Social Dimensions*, Sage Publications, London, 1998

E-Journals

Agherdien, Wesahl. *Marriage and Divorce: Opportunitis and challenges Facing South African Muslim Women with the Recognition of Muslim Personal Law.* Agenda: Empowering Women for Gender Equity, 2005. pp. 68-77. Taylor & Francis Ltd. https://www.jstor.org/stable/4066701. accessed on 07.06.2018

Donovan, Josephin. *Women and the Framed-Novelle: A Tradition of Their Own. Signs* , Summer, 1997, Vol. 22, No. 4 (Summer, 1997), pp. 947-980 Published by: The University of Chicago. https://www.jstor.org/stable/3175225. accessed on 08.08.2018

Higginbotham, Evelyn Brooks. *African-American Women's History and the Metalanguage of Race.* Signs, winter, 1992, Vol. 17, No 2. pp. 251-274. The University of Chicago Press. http://www.jstor.com/stable/3174464. accessed on 03.09.2017

Leezenberg, Michiel *."Metaphor and Metalanguage,"* 2007 . Baltic International Yearbook of Cognition. Logic and Communication: Vol. 3. https://doi.org/10.4148/biyclc.v3i0.24. accessed on 03.05.2018

Miriam, Cooke, Fawzia Ahmad, Margot Badran, Minoo Moallem and Jasmin Zine. *Roundtable Discussion: Religion, Gender, and the Muslimwoman. Journal of Feminist Studies in Religion* , Spring, 2008, Vol. 24, No. 1 (Spring, 2008), pp. 91-119 Published by: Indiana University Press on behalf of FSR, Inc. https://www.jstor.org/stable/20487917?seq=1&cid=pdf. accessed on 8.06.2018

Stall, Frits. *The Concept Of Metalanguage And Its Indian Background.* Journal of Indian Philosophy, September 1975, Vol. 3, No ¾ , pp. 315-354, Springer Stable. URL: https://www.jstor.org/stable/23436906 .accessed on 18.07.2017

Zerzan, John*. Patriarchy, Civilization And the origins of Gender.* www.insurgentdesire.org.uk, accessed on 16.06.2017

Date: 10.12.2021

Hasnuheena

Udaya Kr. Chakraborty.